সমকাল
৩০.১২.০৯

পুত্র নাকি কন্যা

সাকিবা তাসনীম

একটি রিপোর্ট : কুড়িগ্রামের দরিদ্র নারী লক্ষ্মীবালা। স্বামী পেশায় রিকশাচালক। অভাবের তাড়নায় তিন কন্যাসন্তানকে ইতিমধ্যেই বিক্রি করে দিয়েছেন তারা। সদ্য জন্ম নেওয়া চতুর্থ কন্যাশিশুটিও বিক্রির অপেক্ষায়। একটি পুত্রসন্তানের আশায় বারবার গর্ভধারণ করেছেন লক্ষ্মীবালা। আর প্রতিবার কন্যাশিশু প্রসব করে স্বামীর ইচ্ছায় অর্থের বিনিময়ে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ ঘটনাটি আমাদের সমাজে পুত্রসন্তান প্রাধান্যের স্পষ্ট উদাহরণ। জন্মের পর থেকেই কন্যাশিশু বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৃথিবীর আলো দেখারই সুযোগ হয় না তার। মাতৃগর্ভেই বিদায় জানাতে হয় এ বৈষম্যময় পৃথিবীকে। বিভিন্ন প্রতিকূলতার পরও একজন নারীর কাছে কন্যাশিশু কতটুকু কাঙ্ক্ষিত? আর এক্ষেত্রে কী কী বিষয় তার ভাবনাকে প্রভাবিত করে?

সাম্প্রতিক এক গবেষণার (প্যাথওয়েজ অব উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট, ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত) তথ্য অনুযায়ী পুত্রসন্তানের পাশাপাশি কন্যাসন্তানও অধিকাংশ নারীর জীবনে সমান কাঙ্ক্ষিত। এ গবেষণায় বাংলাদেশের ৮টি জেলার ৬৯টি গ্রামের ৫ হাজার ১৯৮ জন নারী, যাদের বয়স ১৫ বা তার ঊধর্্েব, তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাদের যদি একটিই সন্তান থাকত তাহলে তারা কী চাইতেনথ পুত্রসন্তান নাকি কন্যাসন্তান? ৪১ ভাগ নারী পুত্রসন্তানের কথা উল্লেখ করলেও অধিকাংশের (৫২ ভাগ) উত্তর ছিলথ পুত্র বা কন্যা একটি হলেই হয়। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট সাপেক্ষে এক বড় পরিবর্তন, যেখানে পুত্রসন্তানের প্রাধান্য অনেক প্রকট।

এ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা রেখেছে শিক্ষা। গবেষণায় প্রতীয়মান, শিক্ষিত নারীদের কাছে পুত্রসন্তানের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত কম। শিক্ষিত নারী অনুধাবন করেছেন নারী শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, পারিবারিক জীবনথ সর্বত্র পুরুষের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলছে। তাছাড়া অনেক নারীর কাছে কন্যাসন্তান অধিক পছন্দনীয়। তার একটি কারণ হলো কন্যার মধ্যে তারা নিজেকে খুঁজে পেতে চান। নিজের অপ্রাপ্তির কষ্টগুলো কন্যাকে সফল দেখার মধ্যে ভুলে থাকতে চান। আবার কন্যাসন্তানের প্রাধান্য অবিবাহিত নারীথ যারা এখনও বিবাহিত জীবনের দৈনন্দিন দায়ভার আর সম্পর্কের নানা টানাপড়েনে অনভিজ্ঞথ তাদের মধ্যে বেশি। প্রশ্ন চলে আসে, কী কী বিষয় বিবাহিত নারীকে ভিন্নভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে? আমাদের সমাজে পুত্রসন্তান বংশগতির বাহক হিসেবে বিবেচিত। পুত্রসন্তানের মা হিসেবে নারী পরিবার ও সমাজে বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত। পুত্রের মা হিসেবে

নারী নিজেও এক রকম নিরাপত্তাবোধ অনুভব করেন। এ বিষয়টি আরও প্রকট আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারগুলোতে। দরিদ্র পরিবারে পুত্রসন্তান বীমাস্বরূপ। বার্ধক্যেরকালে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অবলম্বন। আমাদের সমাজে পুত্রসন্তানে বিনিয়োগ অধিকতর লাভজনক। পুত্র প্রতিষ্ঠিত হলে পিতা-মাতাকে দেখবে, কন্যা তো পরের বাড়ি চলে যাবেথ এ ধারণা বিশেষভাবে বিরাজমান। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে পুরুষের তুলনায় নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক কম। তাই অনেকের মতে, কন্যাসন্তান বাবা-মার বুড়ো বয়সের 'খুঁটি' হতে পারে না। তাছাড়া যেহেতু এ সমাজে নারীর জীবন পুরুষ কর্তৃক অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত তাই মা-বাবারা কন্যাসন্তানের ওপর নির্ভর করতে ভরসা পান না।

বিয়ের পর মেয়ে পরের বাড়ির বউ, সে কি তখন বাবা-মার দেখাশোনার সুযোগ পাবে? ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া কন্যাসন্তান পালন দরিদ্র পরিবারে অনেকটা হাতি পোষার মতো, মোটা অঙ্কের যৌতুক না দিয়ে কন্যা পাত্রস্থ করা অত্যন্ত কঠিন। সে ক্ষেত্রে পুত্রসন্তান যেন সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁস, ঝুঁকিমুক্ত লাভজনক বিনিয়োগ। 'পুত্রের বিয়ে' পরিবারে সম্পদ সংযোজনের দ্রুততম সহজ উপায়। এছাড়া আরেকটি বিষয় যা নারীর পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তা হচ্ছে, স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার কন্যা বা স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের মাধ্যমেই নারী পারিবারিক সম্পত্তি ধরে রাখার উপায় খুঁজে পান। গবেষণায় প্রতীয়মান, বিধবাদের মধ্যে পুত্রসন্তানের প্রাধান্য অত্যন্ত বেশি। পুরুষ বা নারী পুত্রসন্তানের ওপর নির্ভর করতে চাইলেও বাস্তবচিত্র অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন। প্রতিষ্ঠিত পুত্র অনেক সময় বৃদ্ধ পিতা-মাতার খরচ বহন করতে চায় না। পরিণত বয়সে পুত্র নিজ সংসারেই ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে। সে ক্ষেত্রে কন্যাসন্তান অনেকাংশে ব্যতিক্রম। শত ব্যস্ততার মধ্যেও পিতা-মাতার সেবা করার তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে চায় না। আর্থিকভাবে না পারলেও, প্রয়োজনে পিতা-মাতাকে মানসিক ভরসা দিয়ে থাকে। পুত্রসন্তানের স্বার্থপরতা কন্যাসন্তানকে কাঙ্ক্ষিত করে তোলে অনেক পিতা-মাতার কাছে।

নারীর পুত্র বা কন্যাসন্তানের আকাঙ্ক্ষা প্রভাবিত হয় স্থান-কাল, বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে। আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান প্রতিকূলতা পুত্রসন্তানের প্রাধান্যকে ত্বরান্বিত করলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাসন্তানের গুরুত্ব বেড়েছে। নারীর কাছে অন্তত পুত্রের মতো কন্যাসন্তানও সমান কাঙ্ক্ষিত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের গবেষণায় প্রাপ্ত এ তথ্য তাই আমাদের নতুন দিনের ইঙ্গিত দেয়। এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে দরকার একটি অনুকূল পরিবেশের। একটি কন্যাশিশু সমঅধিকার নিয়ে পৃথিবীর বুকে জন্মাবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উত্তরাধিকারের সমঅধিকার নিয়ে সে বড় হবে। যৌতুকের মতো কোনো সামাজিক ব্যাধি তাকে বোঝা করে তুলবে না তার নিজ পরিবারেই। নিজ যোগ্যতায় সে সম্পদ হবে একটি পরিবারের, একটি সমাজের। নারী শুধু নিজেই নয়, একটি পরিবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে একটি কন্যাশিশুর আগমনের।